Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঝুমুর আক্তার

রোলঃ 228021950

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঝুমুর আক্তার

রোলঃ 228021950

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ঝুমুর আক্তার, আইডিঃ 228021950 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান-সদাকার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ঝুমুর আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ঝুমুর আক্তার

আইডিঃ 228021950

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা....................5
১.১ সদকা কি? 6
১.২ সদকার আভিধানিক অর্থ....................6
১.৩ সদকা কত প্রকার ও কি কি 6
২.সদকার ফজিলত....................8
২.১ হালাল উপার্জনের সদকার ফজিলত 8
২.২ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন 9
২.৩ সদকার ফজিলত, ছোট দানকেও তুচ্ছ মনে না করার শিক্ষা....................10
২.৪ উত্তম প্রতিদান....................10
২.৫ পাপ মোচন....................11
২.৬ সম্পদে বরকত আনা....................11
২.৭ প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা....................11
২.৮ কিয়ামতের দিনে ছায়া....................11
২.৯ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু....................12
৩. জান সদকার ধরন....................13
৪. জানের সদকা দেওয়ার নিয়ম 13
৪.১ মানতের নিয়ত 13
৪.২ পশু কুরবানি (যদি পশু সদকা করা হয়)....................14
৪.৩ দান (যদি পশু কুরবানি না করে অর্থ বা সম্পদ সদকা করা হয়) 14
৪.৪ সদকার জন্য সময়....................14
৪.৫ প্রকাশ্যে বা গোপনে দেওয়া 14
৫. সর্বোত্তম সদকা কি ?....................16
৬. সদাকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপণ....................17

৭. সদাকার মাধ্যমে সওয়াব বৃদ্ধি......19

৮. দানে সম্পদ বাড়ে......21

৯. রমজান মাসে দান-সদকার ফজিলত......27

১০.দান করার সময় আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই......29

১১. সাতটি কারণে সদাকা বড় হয়......31

১২. সদাকার আদব......35

১৩.অমুসলিমদের কি দান করা যাবে ?......38

১৪. উপসংহার......40

১. ভূমিকা

ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর দান। এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর অনগ্রসর বান্দাদের হক রেখে দিয়েছেন। যারা সেই হকগুলো আদায় করতে পারে, তাদের জন্য সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর আমরা তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের উত্তম পরিণাম।

ইসলামে সদকা একটি মহৎ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রদান করা হয়। সদকা শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয় বরং এটি মানুষের কল্যাণে যে কোন ধরণের সহায়তা হতে পারে। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, সদকা এমন একটি দান যা দাতার সম্পদে বরকত আনে এবং তার জীবনে সুখ শান্তি বৃদ্ধি করে।

সদকার প্রকারভেদ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন, বাধ্যতামূলক সদকা (যাকাত), স্বেচ্ছাসেবী সদকা, এবং জীবিত অবস্থায় প্রদত্ত সদকা (সদকা জারিয়া)। প্রত্যেকটির গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সদকার মাধ্যমে আপনি শুধু অন্যদের সাহায্য করেন না, বরং এটি আপনার নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং আখিরাতের মুক্তির একটি মাধ্যম। এ কারণে, মুসলিম সমাজে সদকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক মানুষের প্রতি এক বিরাট এহসান হল মানুষ তার রবের সন্তুষ্টিতে দান-সদকা করা। এটা মানুষের জন্য আল্লাহর বিশেষ এহসান। কেননা এর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য রেখেছেন অনেক কল্যাণ। দান-সদকার ফলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুণাহ মাফ করে থাকেন, আয়ের মধ্যে বরকত দেন, পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করেন ও বিভিন্ন বিপদ থেকে হেফাজত করেন। তাছাড়া দানের ফলে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে থাকে, শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং সুন্দর ও সৌহার্দ্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা অত্যধিক।

১.১ সদকা কি?

সদকা (আরবি: সাদকাহ, উর্দু: সাদকাহ) ইসলামিক পরিভাষায় এমন এক ধরনের স্বেচ্ছাদান, যা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করা হয়। এটি যাকাতের মতো বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছামূলক। সদকা শুধুমাত্র অর্থ বা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সময়, শ্রম, জ্ঞান অথবা অন্য কোনো ধরণের সাহায্য হিসেবেও হতে পারে।
কুরআন অনুযায়ী, সদকা মানে স্বেচ্ছাসেবী নৈবেদ্য, যা মূলত দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে প্রদান করা হয়। ইসলামে সদকার মূল লক্ষ্য হলো সমাজের অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো।

১.২ সদকার আভিধানিক অর্থ

'সদকা' শব্দটি আরবি 'সিদক' মূল থেকে এসেছে, যার অর্থ "আন্তরিকতা"। এই শব্দের মাধ্যমে আন্তরিকভাবে, কোনো বিনিময়ের প্রত্যাশা না করে, কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। টি মূলত এমন দানের প্রতীক, যা সত্যিকারের বিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইমাম জুরজানী বলেন, "যে দানের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করা হয়, সেটাই সদকা।" ইবনে মানজুর উল্লেখ করেন, "আল্লাহর জন্য গরীব মিসকিনদের জন্য যা দান করা হয়, সেটাই সদকা।"

১.৩ সদকা কত প্রকার ও কি কি

ইসলামে সদকার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সদকা শুধু অর্থ বা সম্পদ দানে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিভিন্নভাবে করা যায় যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়, যেমন-

১. সদকাতুল ফিতর

রমজান মাসের শেষে ঈদের আগে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য সদকাতুল ফিতর প্রদান বাধ্যতামূলক। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের সহায়তা করা যাতে তারা ঈদের দিনে

খুশি অনুভব করতে পারে। এটি "ফিতরা" নামেও পরিচিত এবং এটি রমজানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদকা।

ইবন উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিটি মুসলিমের জন্য সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরজ করেছেন, তা সে গোলাম হোক, মুক্ত হোক, পুরুষ হোক বা নারী, প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা শিশু। এই সদকা আদায়ের জন্য খেজুর বা যব এক সা' পরিমাণ প্রদান করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন যে, ঈদের সালাতের আগে এই সদকা প্রদান করতে হবে, যাতে সবার জন্য ঈদ আনন্দময় হয়। (সহীহ বুখারী)

২. সদকাতুল জারিয়া

সদকাতুল জারিয়া একটি স্থায়ী সদকা, যা মৃত্যুর পরেও দানকারীর জন্য সওয়াবের উৎস হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- মসজিদ নির্মাণ, পানির কূপ স্থাপন বা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা—এসবই সদকাতুল জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়।

হজরত আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সব আমল থেমে যায়। তবে তিনটি বিষয় রয়েছে যেগুলোর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে: সদকায়ে জারিয়া, এমন উপকারী জ্ঞান যা অন্যদের উপকারে আসে এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, হাদিস, ৪৩১০)

৩. সাধারণ সদকা

এটি এমন দান, যা ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হয় এবং বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণত, কোনো গরীব, অসহায় বা অভাবীকে সাহায্য করতে এই সদকা প্রদান করা হয়। এটি "ইসলামে সাধারণ সদকা" বা "স্বেচ্ছা সদকা" নামে সার্চ করা হয়।

৪. ইলম বা জ্ঞান সদকা

যে কোনো জ্ঞান বা শিক্ষা, যা অন্যের উপকারে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদে সমাজে ভালো প্রভাব ফেলে, সেটাও সদকা হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামিক বই বিতরণ, দীনী শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি।

৫. সদকা হিসেবে প্রতিদিনকার ছোট কাজ

কোনো মুসকিল আসানের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট সদকা করা যেমন রাস্তায় থেকে কাঁটা, পাথর বা বিপদজনক কিছু সরিয়ে ফেলা। এসব কাজকেও "ছোট ছোট সদকা" হিসেবে ধরা হয় এবং এগুলোর ফজিলত অনেক।

২.সদকার ফজিলত

ইসলামে সদকা একটি মহান এবং বরকতময় আমল হিসেবে বিবেচিত। এটি শুধু দান বা অর্থ প্রদান নয়, বরং যে কোনো ধরনের সহায়তা, সমর্থন বা সাহায্য করা সদকার অন্তর্ভুক্ত। সদকা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে, সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়। কুরআন ও হাদিসে সদকার অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.১ হালাল উপার্জনের সদকার ফজিলত

হালাল উপার্জনের সদকা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং এটি এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

সায়ীদ ইবনে ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা করে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র পবিত্র (হালাল) জিনিসই গ্রহণ করেন। সেই সদকা আল্লাহর হাতে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হয়, এবং আল্লাহ তা'আলা সেই সদকাকে লালন-পালন করেন, যেমন তোমরা ঘোড়া বা উটের বাচ্চাকে লালন করো। অবশেষে সেই সদকা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তা পাহাড়ের মতো বড় হয়ে যায়।" (মুয়াত্তা মালিক) হাদিসের মানঃ তাহকীক অপেক্ষমাণ।

২.২ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

সদকা এমন একটি আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরস্কার তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।" (সুরা বাকারা, আয়াত ২৭২)

আবু তালহা (রাঃ)-এর উদারতা: প্রিয় বাগান 'বাইরহা' আল্লাহর পথে দান

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন অন্যতম ধনী ব্যক্তি, যার বিশাল খেজুর বাগান ছিল। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল 'বাইরহা' নামক একটি বাগান, যা মসজিদে নববীর সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। বাগানটির বিশেষত্ব ছিল সেখানকার সুমিষ্ট ও শীতল পানি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই পান করতেন।

একদিন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে আয়াত নাযিল হলো: "তোমরা কখনো সওয়াব লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের প্রিয় বস্তু খরচ করবে" (আল ইমরান, ৩:৯২)। এই আয়াত শুনে আবু তালহা (রাঃ) দ্রুত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে এই 'বাইরহা' বাগান। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটিকে দান করলাম, যাতে এর বিনিময়ে আমি নেকি পেতে পারি। আপনি যেভাবে ইচ্ছা, এটিকে ব্যবহার করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু তালহার (রাঃ) দানের প্রশংসা করে বললেন, "বাহবা! এটা অত্যন্ত লাভজনক সম্পদ। তবে আমি মনে করি, তুমি এটি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।" আবু তালহা (রাঃ) সে পরামর্শ মেনে বাগানটি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। (মুয়াত্তা মালিক)

এটি ছিল আবু তালহা (রাঃ)-এর উদারতা ও আল্লাহর প্রতি নিবেদন, যা পরবর্তী মুসলিমদের জন্য একটি মহান উদাহরণ হিসেবে থেকে গেছে।

২.৩ সদকার ফজিলত, ছোট দানকেও তুচ্ছ মনে না করার শিক্ষা

সদকার মূলত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আন্তরিকতা। তাই এমনকি সামান্য কিছু দানও উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি একটি মহান আমল হতে পারে।
আমর ইবনে মুয়াজ আশহালী তাঁর দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “হে মুমিন নারীগণ, তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দানকে তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি যদি তা একটি পোড়া ছাগলের খুরও হয়, তবুও তা কবুল করো।” (মুয়াত্তা মালিক)

এই হাদিসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষাদান করেছেন যে, দানের পরিমাণ বড় বা ছোট যাই হোক না কেন, তা মূল্যবান।

২.৪ উত্তম প্রতিদান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে একদিন একজন ভিক্ষুক কিছু চাইতে আসেন। সে সময় আয়েশা (রাঃ) রোযা রেখেছিলেন এবং ঘরে মাত্র একটি রুটি ছিল, যা তাঁর ইফতারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি তাঁর দাসীকে বললেন, “উহা ফকীরকে দাও।” দাসী বিস্মিত হয়ে বললেন, “আপনার ইফতারের জন্য কিছুই থাকবে না।” তবুও আয়েশা (রাঃ) বললেন, “দিয়ে দাও।”

দাসী সেই রুটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। সন্ধ্যা হলে হঠাৎ একটি বাড়ি থেকে ছাগলের ভূনা মাংস উপহার হিসেবে এসে পৌঁছাল। আয়েশা (রাঃ) তখন দাসীকে ডাকলেন এবং বললেন, “এই মাংস তোমার রুটির চেয়ে উত্তম।” (মুয়াত্তা মালিক)

এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়, দান করলে আল্লাহ কখনো কাউকে বঞ্চিত রাখেন না। আয়েশা (রাঃ)-এর ত্যাগের ফলে আল্লাহ তাঁকে এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন, যা সদকার বরকত ও মহানতা তুলে ধরে।

২.৫ পাপ মোচন

সদকা পাপ মোচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। হাদিসে বলা হয়েছে, "সদকা পাপকে নিভিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" (তিরমিজি)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

২.৬ সম্পদে বরকত আনা

যারা সদকা করে, তাদের সম্পদে বরকত হয়। হাদিসে বলা হয়েছে, "মানুষের সম্পদ সদকার দ্বারা কমে না বরং বাড়ে।" (মুসলিম)

২.৭ প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা

সদকা বিপদ, দুঃখ ও অসুবিধা থেকে রক্ষা করে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সদকা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধকে শান্ত করে এবং মানুষকে অপ্রত্যাশিত ও খারাপ মৃত্যুর হাত থেকে সুরক্ষা দেয়।” (তিরমিজি)

২.৮ কিয়ামতের দিনে ছায়া

কিয়ামতের দিন যেদিন কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সদকা করা ব্যক্তি তার সদকার দ্বারা ছায়া পাবে। হাদিসে এসেছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়ায় থাকবে, যতক্ষণ না বিচার শেষ হয়।" (সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৪৫১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: “নিশ্চয়ই সদকা কবরের যন্ত্রণা ও তাপ থেকে মুক্তি দেয়। কিয়ামতের দিন মুমিন তার সদকার ছায়ায় আশ্রয় পাবে।” (সিলসিলাহ সহীহাহ: খণ্ড ৭।)

২.৯ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু

হাদিসে বলা হয়েছে, "সদকা রোগের চিকিৎসা এবং আয়ু বৃদ্ধি করে।" (আহমাদ)
জানের সদকা কি
জাণের সদকা বলতে এমন সদকা বা দানকে বোঝানো হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি তার জীবন বা তার কোনো প্রিয়জনের জীবন রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং সুস্থতার পর তা পূর্ণ করার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি করে।

এটি এক ধরনের মানত, যেখানে কেউ আল্লাহর কাছে কোনো বিপদ থেকে মুক্তি, রোগ থেকে আরোগ্য বা অন্য কোনো বিশেষ দোয়া কবুলের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দান বা কুরবানি করেন।
জাণের সদকার মূল প্রেক্ষাপট
জানের সদকা সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে করা হয়, যখন কেউ গুরুতর অসুস্থ থাকে বা তার জীবনের ওপর বড় ধরনের বিপদ আসে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, যদি ওই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে বা বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি পশু কুরবানি দেবেন বা কোনো ধরনের দান করবেন। এটিকে বাংলায় "জানের বদলে জান সদকা" বলা হয়, অর্থাৎ নিজের বা প্রিয়জনের জীবনের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি কুরবানি বা সদকা করা।

৩. জান সদকার ধরন

জান সদকার সাধারণত নিম্নোক্ত কয়েকটি ধরন রয়েছে:

• পশু কুরবানি: কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মানত করেন যে, তিনি সুস্থ হলে বা কোনো বিপদ থেকে মুক্তি পেলে একটি গরু, ছাগল বা ভেড়া আল্লাহর নামে কুরবানি করবেন। এটি জান সদকার সবচেয়ে প্রচলিত ধরন।

• মানত বা প্রতিশ্রুতি পূরণ: কেউ মানত করেন যে, যদি আল্লাহ তার কোনো বিশেষ প্রার্থনা কবুল করেন, তিনি আল্লাহর নামে কিছু দান করবেন। এ দান হতে পারে অর্থ, খাদ্য বা অন্য কোনো বস্তু।

৪. জানের সদকা দেওয়ার নিয়ম

জানের সদকা দেওয়ার নিয়ম সম্পর্কে ইসলামে বিশেষ কিছু বিধান রয়েছে, যেগুলো মান্য করে এই সদকা আদায় করতে হয়। এটি সাধারণত একটি পশু কুরবানি বা দান হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, যখন কোনো ব্যক্তি বা তার প্রিয়জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানত করে যে, সুস্থ হলে পশু কুরবানি বা দান করা হবে।

৪.১ মানতের নিয়ত

জানের সদকা সাধারণত কোনো বিপদ, রোগ বা অসুস্থতার সময়ে করা হয়। ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানত করে যে, যদি আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেন বা বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি দেবেন অথবা দান করবেন।

এই নিয়তটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং নেক কাজ হিসেবে করতে হয়। এটি হতে হবে শিরক বা অন্য কোনো ভুল উদ্দেশ্যে মুক্ত।

৪.২ পশু কুরবানি (যদি পশু সদকা করা হয়)

• পশু হিসেবে সাধারণত গরু, ছাগল, ভেড়া বা অন্য কোনো হালাল পশু কুরবানি দেওয়া হয়। কুরবানির পশু অবশ্যই সুস্থ ও নির্দিষ্ট ইসলামী শর্ত পূরণকারী হতে হবে।

• কুরবানি করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলে আল্লাহর নামে পশু জবাই করতে হয়, এবং এই কুরবানির উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত।

• কুরবানির মাংস গরিব, অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৪.৩ দান (যদি পশু কুরবানি না করে অর্থ বা সম্পদ সদকা করা হয়)

• যদি মানত করা হয় যে সুস্থতার পর সম্পদ, অর্থ, বা অন্য কিছু দান করা হবে, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তা গরিব, দুস্থ, বা প্রয়োজনমতো অন্যান্য মানুষকে দেওয়া যেতে পারে।

• এই দান অবশ্যই সম্পূর্ণ সততা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

৪.৪ সদকার জন্য সময়

জানের সদকা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় নেই, তবে আল্লাহর কাছে করা মানত পূরণ করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। আল্লাহ যদি সেই ব্যক্তি বা তার প্রিয়জনকে সুস্থ করে দেন বা বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে যত দ্রুত সম্ভব মানত পূর্ণ করা উচিত।

৪.৫ প্রকাশ্যে বা গোপনে দেওয়া

জানের সদকা প্রকাশ্যে বা গোপনে দেওয়া যেতে পারে। তবে গোপনে সদকা দেওয়া উত্তম, কারণ এতে রিয়া বা লোক দেখানোর আশঙ্কা কম থাকে। আল্লাহ গোপনে করা সদকা বেশি পছন্দ করেন।

জান ত্যাগের বদলে জানের দান, সদকা এবং কুরবানি: শরিয়তের দৃষ্টিকোণ

মান্নত হিসেবে জানের বদলে (হালাল পশুর) জানের দান, সদকা, অথবা কুরবানি করা শর্তসাপেক্ষে নিষেধ নয়। তবে, এ ধরনের মান্নতের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ও উপযুক্ত পশু কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব হবে।

কোরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কুরবানির ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু।' (সুরা সাফফাত, ১০৭ আয়াত)।

তাবিঈ ইকরামা (রহ.)-এর মাধ্যমে জানা যায় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এমন একজন ব্যক্তির জন্য ফতওয়া দিয়েছিলেন যে নিজের জান কুরবানি করা আবশ্যক করে নিয়েছে। তিনি জানের পরিবর্তে ১০০ উট কুরবানি করার নির্দেশ দেন। তবে, পরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি আমি একটির পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি করার ফতওয়া দিতাম, তবে সেটিই যথেষ্ট হতো। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন: 'আমি তার পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু।' (তাফসির ইবন কাসীর- ১২/88)।

তদনুসারে, যদি কেউ এ ধরনের মান্নত করে, তবে তাকে একটি গরু অথবা এক বছর বা তার অধিক বয়সী একটি ছাগল বা বকরী গরীব-মিসকীনদের দান করতে হবে, অথবা এটি কোনো মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং-এ দান করা উচিত। এভাবে তার মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব।

এমনকি, যদিও শরিয়তে মান্নত নিষেধ নয়, তা হলেও এটি অত্যন্ত পছন্দনীয় নয়। শরিয়ত নফল সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু মান্নতের প্রতি নয়।

৫. সর্বোত্তম সদকা কি ?

ইসলামে সর্বোত্তম সদকা হলো সেই দান, যা কোনো ব্যক্তির জীবনের এমন সময়ে করা হয়, যখন তার দানের ইচ্ছা খুব কম থাকে এবং নিজের জন্য সম্পদ ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে। সাধারণত, মানুষ যখন সুস্থ, সক্রিয় এবং সম্পদের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন দান করা কঠিন হয়।

কেননা, তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং সম্পদ ধরে রাখার চেষ্টা করে। তাই যখন মানুষ এই অবস্থাতেও দান করে, তখন তা সবচেয়ে উত্তম সদকা হিসেবে গণ্য হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার লোভ, ভয় ও সংশয়কে অতিক্রম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে।

সর্বোত্তম সদকা সংক্রান্ত হাদিস

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! উত্তম সদকা কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার সুস্থ অবস্থায়, যখন সম্পদের প্রতি লোভ থাকে এবং তুমি দারিদ্র্যের ভয় পাও, তখন দান করাই উত্তম সদকা। আর এমন বিলম্ব করো না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায়, তখন তুমি বলতে শুরু করবে, 'এটা অমুকের জন্য এবং এটা অমুকের জন্য'—তখন সেই সম্পদ তো অমুকেরই হয়ে গেছে।" (সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ২২৫৪)

হাদিসের ব্যাখ্যা

• সুস্থ অবস্থায় সদকা করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সদকা তখনই সর্বোত্তম, যখন একজন ব্যক্তি সুস্থ থাকে এবং তার সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকে। সুস্থ অবস্থায় মানুষ সাধারণত সম্পদ ধরে রাখতে চায়, কারণ ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। এ সময়ে দান করা কঠিন হলেও তা সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ তখন নিজের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা হয়।

• সম্পদের প্রতি লোভ ও দারিদ্র্যের ভয়

যখন কেউ নিজের সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং ভবিষ্যতে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করে, সেই সময়ে দান করাই সত্যিকারের পরীক্ষা। কারণ এ সময়ে মানুষ সাধারণত বেশি করে সম্পদ জমা করার দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু যারা এই অবস্থায়ও দান করেন, তারা নিজেদের লোভ ও ভয়কে পরাজিত করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন।

• মৃত্যুর সময় দান না করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছেন, এমন দান করার ব্যাপারে, যা মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তে করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এবং তার সম্পদ কোথায় যাবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তখন দান করার কোনো মহত্ত্ব নেই, কারণ তখন তার দান কোনো ইচ্ছাকৃত নেকির কাজ নয় বরং অবশ্যম্ভাবী কিছু। এমন দান আর "ইচ্ছাকৃত সদকা" হিসেবে গণ্য হয় না।

৬. সদাকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপণ

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সদাকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে কাজ করে। গুনাহ ও ভুলভ্রান্তির কারণে মানুষের ধ্বংস ও শাস্তি নিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সদাকা প্রদান করলে তখন মুক্তিপণ হিসেবে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাইতো রাসুল ইদের দিন মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'হে নারীজাতি, তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো। কেননা, আমি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম [সুনানুত তিরমিজি : ৬৩৫]

এ কথার মাধ্যমে কেমন যেন রাসুল নারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মুক্তিপণের দিশা দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ব্যক্তির ওপর সন্তান ও সম্পদে বারাকাহ অর্জনে, বিপদ দূরীকরণে এবং সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য লাভের ক্ষেত্রে সদাকার ভূমিকা ও প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তাইতো সদাকাকারী সদাকা করলে তার জন্য তার বক্ষ উন্মোচিত হয় এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়।
সুফইয়ান সাওরি-এর উদ্দেশে জাফর বিন মুহাম্মাদ-এর উক্তিটি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, 'তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা ব্যতীত নেক কাজে পূর্ণতা আসে না। এক. দ্রুত করা। দুই. (বড়ো হলেও নিজের চোখে) ছোটো মনে করা। তিন. গোপনীয়তা রক্ষা করা। [সিফাতুস সফওয়াহ:২/১৬৯,হিলইয়াতুল আওলিয়া:৩/১৯৮]

দানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমর । তিনি মাঝে মাঝে মজলিশেই তিরিশ হাজার মুদ্রাও বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু অনেক সময় মাস চলে গেলেও এক টুকরো গোশত খেতে পারতেন না। [আস-সিয়ার:৩/২১৮]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া(রঃ) বলেন, 'আত্ম-উদারতার সাথে সম্পদের মালিক হতে শিখুন। অপচয় আর অবহেলার সাথে নয়।
সম্পদকে বাইতল খলা (টয়লেটের)-এর মতোই মনে করা চাই। যেখানে প্রয়োজনে যেতে হলেও মনের মধ্যে তার জন্য বিশেষ কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আর সম্পদ অর্জনের চেষ্টা-শ্রমকে টয়লেটের সংস্কারের সমানই রাখা উচিত [মাজমুউল ফাতওয়া:১০/৬৬২]
ইয়াহইয়া বিন মুআজ (যেন অধিকাংশ মানুষের চরিত্র তুলে ধরে) বলেন, 'আমি তিন ব্যক্তির আচরণে বিস্মিত হয়েছি। এক. যে ব্যক্তি তার মতোই আরেকজন মাখলুককে নিজের নেক আমল প্রদর্শন করে এবং একই আমল আল্লাহর জন্য করছে বলে আশা ও দাবি করে। দুই. আল্লাহ তাআলা সম্পদ ধার চাওয়া সত্ত্বেও যে লোক সম্পদে কার্পণ্য করে। ফলে সে তার রবকে কোনো সম্পদই দেয় না। তিন. যে লোক মানুষের সাথে সঙ্গ দিতে আগ্রহী এবং তাদের ভালোবাসায় মত্ত; অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে তাকে সঙ্গ দিতে এবং তাঁর সাথে ভালোবাসা গড়তে আহ্বান করছেন প্রতিনিয়ত ।
উরওয়া বলেন, 'আমি আয়িশা (রাঃ) -কে দেখেছি, সত্তর হাজার মুদ্রা বিলি করতে; কিন্তু তাঁর পোশাকটা ছিল তালিযুক্ত।[সিফাতুস সফওয়াহ:২/৩০]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করে দিন। তিনিই হলেন উম্মুল মুমিনিন। যিনি বেড়ে উঠেছেন সিদ্দিকে আকবার আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে এবং শিষ্টাচার শিখেছেন নববি পাঠশালায়

৭. সদাকার মাধ্যমে সওয়াব বৃদ্ধি

একজন মানুষ সাদাকা করে, সেই সাদাকার সওয়াব কখনো দিগুণ, কখনো দশ গুণ, কখনো বিশ গুণ, বরং কখনো এটা সাতশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কখনো এর চেয়েও বেশি হয়। বরং হালাল রিজিক থেকে একটি খেজুরের সাদাকা কেয়ামতের দিন সওয়াবের বিবেচনায় বিশাল পাহাড়ে পরিণত হবে।

আল্লাহ যদি তাওফিক দেন এবং আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে সকল সাদাকাই বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ব্যক্তি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেছে ?

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

অর্থ: এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়।

[সূরা লাইল,আয়াত ১৯-২০]

এই দানের জন্য সে কারও কাছ থেকে বিনিময় ও প্রশংসা চায় না, এমন তো? নাকি সে মানুষকে দেখানোর জন্য ও মানুষকে খুশি করার জন্য দান করেছে?

সে কি হালাল উপার্জন থেকে দান করেছে, নাকি অবৈধ উপার্জন থেকে দান করেছে?

সে উদার মনে দান করেছে তো? দান করে সে আনন্দিত তো? তার মন স্থির ছিল তো, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

নাকি সে দান করেছে এমন অবস্থায় যে, সে সন্তুষ্ট নয়, বাধ্য হয়ে দান করতে হয়েছে?

সে কি প্রয়োজনগ্রস্ত আত্মীয়কে দান করেছে, নাকি এমন কাউকে দান করেছে যার সাথে তার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই?

আত্মীয়কে দান করা মানে হলো, দান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আর অনাত্মীয়কে দান করার অর্থ হলো শুধু দান করা।

সে কি অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত দরিদ্রকে দান করেছে, নাকি ধনী মানুষের হাতে দানের টাকা তুলে গিয়েছে?

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অভাবীকে দান করেছে, যে চক্ষুলজ্জায় মানুষের কাছে চাইতে পারে না, নাকি লোভী সম্পদশালীকে দান করেছে?

সে কি গোপনে দান করেছে, যেমন গোপনে দান করলে বাম হাতও জানে না যে ডান হাত কী দান করেছে, নাকি সে সবার সামনে দরিদ্রকে লজ্জিত করে দান করেছে?

দান করার সময় কি লোকদেখানো উদ্দেশ্য ছিল, নাকি নেক উদ্দেশ্য ছিল?

নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও কি দান করেছে, নাকি প্রয়োজন নেই বলে দান করেছে?

উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আল্লাহর শহর মক্কায় দান করলে অধিক সওয়াব হয়।
সে কি দান করে খোঁটা দেয়, নাকি ক্ষমা ও উদারতার সাথে দান করে?
দান করার সময় সে কি আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার দুআ করেছে, নাকি করেনি?
এগুলো এমন বিষয় যা দানের সওয়াবকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়। এর কারণে সওয়াবের মাঝে তারতম্য হয়ে থাকে।

■ নামাজ, রোজা, হজ, উমরা ইত্যাদি সব ইবাদতের ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নিয়ত ও কর্ম বিবেচনায় সওয়াবের মধ্যে কমবেশ হয়।
আমরা আগেই বলেছি যে, দ্বীনের জ্ঞানে যিনি গভীর পণ্ডিত, যিনি ফকিহ, তিনি আমল করেন কম, কিন্তু সওয়াব লাভ করেন বেশি। তার আমলের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখন সওয়াবও বহুগুণে বাড়তে থাকে। ফকিহ শব্দটি এসেছে ফিকহ থেকে। ফিকহ মানে হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, পূর্ববর্তী উলামা ও ইমামদের গবেষণা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং এটা বুঝতে পারা যে, কীভাবে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহকাম বের করেছেন ও কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবন করেছেন!

■ এ কারণে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও আজর পেতে চায় তার কর্তব্য হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদিস অধ্যয়ন ও গবেষণা করা। কুরআন-হাদিসের রঙে যথাসম্ভব নিজেকে রঙিন করা। কুরআন ও হাদিসের বাণী যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করা ও নিজের মাঝে ধারণ করা। এর দ্বারা প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।
তারপর আল্লাহর কাছে সঠিক বুঝ, সঠিক গবেষণার তাওফিক প্রার্থনা করা।

■ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আরও বিস্তারিত পন্থায় ইবাদতে অধিক সওয়াবপ্রাপ্তির কারণগুলো আলোচিত হবে। আরও একটি বিষয়ের আলোচনা হবে। তা হলো, কুরআনুল কারিমে বর্ণিত উদাহরণের ব্যাখ্যা। আমাদের উলামায়ে কেরাম কুরআনের উদাহরণ বোঝেন এবং সেখান থেকে আহকাম বের করতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

অর্থ: এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে। [সূরা আনকাবূত: ৪৩]
আমি আল্লাহর কাছে সঠিক কর্মপন্থা ও সঠিক পথের দিশা কামনা করি।

■ যে প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হবে তা হলো সাদাকা প্রসঙ্গ।
আর যে উদাহরণের ব্যাখ্যা করা হবে তা হলো কুরআনে বর্ণিত এ আয়াতের উদাহরণ:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশ শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। তো চলুন! উদাহরণ, ব্যাখ্যা, বিস্তারিত আলোচনায় জেনে আসি কীভাবে একটি আমলের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায় ও কী করলে এটা হয়। পরিশেষে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও বিচার দিবসে ক্ষমার মিনতি করছি।
[সূরা বাকারা:২৬১]

৮. দানে সম্পদ বাড়ে

জীবনে চলার পথে টাকাপয়সা লাগেই। অর্থসম্পদ টাকাপয়সা মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ অর্থ মানুষ উপার্জন করে, ব্যয় করে এবং সঞ্চয়ও করে। এ উপার্জন-ব্যয়-সঞ্চয়- সবই পার্থিব এ জীবনকে সাজিয়ে তোলার জন্যে, এ জীবনের সুখ ভোগ করার জন্যে। নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটায়, মেটায় অধীনস্থ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনও। কিন্তু সামর্থ্য সকলের সমান থাকে না। কারও কাছে সঞ্চিত হতে থাকে প্রয়োজন-অতিরিক্ত টাকার ভাণ্ডার, কারও হাতে থাকে না দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পূরণের যৎসামান্য উপকরণ। এ পরিস্থিতিতে মানুষ এগিয়ে আসে মানুষের কল্যাণে। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। নিজের কষ্টার্জিত অর্থ বিলিয়ে দেয় অন্যদের প্রয়োজনে। দান বা সদকা বলে আমরা সাধারণত একেই বুঝি।
দান করলে ধনসম্পদ কমে, না বাড়ে- বিষয়টি যদি আমরা খোলা চোখে দেখি, তবে এ কথাই বলতে হয়- এতে ধন কমে যায়; নিজের মালিকানাধীন সম্পদের একাংশ চলে যায় আরেকজনের হাতে।
কিন্তু যদি আরেকটু গভীরভাবে আমরা লক্ষ করি, সমাজের দানশীলদের প্রতি তাকাই, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে- দান করে কেউ দরিদ্র হয় না। দান করলে ধন কমে না, বরং বাড়ে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিকতাবিরোধী। কিন্তু এ স্বাভাবিকতাবিরোধী

বিষয়টিই বাস্তব। পবিত্র কুরআন এ বাস্তব, কিন্তু স্বাভাবিকতাবিরোধী বিষয়টির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এ বলে-

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَ اللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় ও কৃপণতার আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়ার কথা দিচ্ছেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা) : ২৬৮]

আয়াতের মর্মে কোনো অস্পষ্টতা নেই। মানুষ যখন দান করতে চায়, শয়তান তখন তাকে অভাবের ভয় দেখায়। নিজের ভবিষ্যৎ, সন্তানের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা বিষয় সামনে তুলে ধরে তাকে দান থেকে বিরত রাখতে চায়। দান করলে নিজের সম্পদ চলে যাবে অন্যের হাতে, এতে সম্পদ যাবে কমে- এসব তো স্বাভাবিক কথা-ই।

স্বাভাবিকতার এ ফাঁদ পেতেই শয়তান মানুষকে দানের অবারিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ দয়াময় আমাদেরকে শয়তানের এ ফাঁদের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, এর পাশাপাশি নিজে দয়া করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন।

আল্লাহ যদি কাউকে দয়া করেন, তার আর ভয় কীসের! এ দয়ার প্রতি যার আস্থা অটুট, তার আবার কীসের দরিদ্রতা, কীসের অভাব! আল্লাহ তাআলা যে দানশীলদের দয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বিষয়টি এখানেই শেষ নয়; তিনি এরপর ঘোষণা করছেন- আল্লাহ প্রাচুর্যময়। কোনো কিছুর অভাব তাঁর নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। জগতের সবই তাঁর জানা। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়, তাঁর থেকে গোপন নয়।

যাকে তিনি চান, তাকে তিনি দেবেন। তাঁর দেয়ার হাত সদা প্রসারিত। তাঁর দেয়া বড়ই অকৃপণ। তাঁর প্রাচুর্যেও কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। তাঁর ইলম ও জ্ঞান, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা- সবই অসীম। ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই কোনো কিছুতেই। এমন সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী যিনি, তিনি কথা দিচ্ছেন- নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ কেউ কাউকে দান করলে তাকে তিনি দুটি পুরস্কার দেবেন :

এক. পরকালে তাকে ক্ষমা করবেন।

দুই. দুনিয়াতে তার প্রতি দয়া করবেন। অর্থাৎ তার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেবেন।

কিয়ামতের ময়দানে যখন মানুষের আমলের হিসাব হবে, তখন কারও হাতেই কোনো টাকাপয়সা থাকবে না। দুনিয়ার আমলই তখন একমাত্র সম্বল। হিসাবনিকাশের পর ভালো আমল যার বেশি হবে, তার খুশির কোনো সীমা থাকবে না। সে অন্যদের ডেকে ডেকে নিজের আমলনামা দেখাবে, পড়তে দেবে।

আর যার মন্দ আমলের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে, তার অবস্থা হবে ঠিক বিপরীত। নিজের কৃতকর্মের জন্যে আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। দুনিয়াতে মানুষ যখন শাস্তির মুখে পড়ে, তখন টাকাপয়সা দিয়ে তা থেকে মুক্তির চেষ্টা চালায়। কিন্তু ঐ সময় তো আর টাকাপয়সা থাকবে না কারও। যদি থাকত, তবে গোনাহের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যে সবই সে তখন দান করে দিত। এমনকি দুনিয়াভর্তি সোনারূপাও যদি তখন কারও হাতে থাকত, দোজখের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সবই সে বিলিয়ে দিত। তবুও যদি রেহাই পাওয়া যেত! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সবই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। সূরা ইউনুসের ৫৪ নং আয়াত-

وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

(যারা জুলুম করেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই যদি পৃথিবীর সকল সম্পদও থাকত, তবে তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন মনে মনে আফসোস করবে। তাদের মাঝে ন্যায়ের সঙ্গেই বিচার করা হবে। তাদের কাউকেই কোনো জুলুম করা হবে না।)

লক্ষণীয় বিষয় হল, গোনাহের অভিশাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পরকালে মানুষ যে সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে, মুক্তিপণ দিতে না পারায় এবং শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ায় কেবল আফসোস করবে, দুনিয়াতে সে সম্পদ দানেই আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করে দেয়ার কথা দিচ্ছেন।

বোঝা গেল, সম্পদ দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে। দুনিয়াতে মানুষের শাস্তি থেকে যেমন টাকার বিনিময়ে বাঁচা যায়, তা পরকালেও সম্ভব। তবে কথা হল, পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তিপাওয়ার জন্যে টাকা ব্যয় করতে হবে দুনিয়াতে। দুনিয়ার দান পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

এ তো গেল দানের প্রথম পুরস্কার প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় পুরস্কার- দান যে করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দেবেন। শুধু পরকালের পুরস্কারই নয়, দুনিয়ার জীবনেও সমৃদ্ধি দেবেন। এটা নগদ পুরস্কার। আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন যারা, এ কথা তাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন পুরস্কারের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে আরও আছে-

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন, (যাকে ইচ্ছা) কমিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছুই দান কর, তিনি তার জায়গায় অন্য কিছু দিয়ে দেন। আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। [সূরা সাবা : ৩৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর দিয়েই বলেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

কোনো দান-সদকাই সম্পদে ঘাটতি সৃষ্টি করে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮

এ তো পুরস্কারের এক দিক। অর্থাৎ কেউ যখন কিছু দান করে, আল্লাহ তাআলা পুরস্কারস্বরূপ তাকে এর বদলে সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। তাই দান করলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় নেই। মুমিনের বিশ্বাস এমনই।

পুরস্কারের আরেকটি দিক হল, দানসদকা মানুষকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ দমিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ইরশাদ করেছেন

إِنّ الصّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السّوءِ

নিশ্চয়ই দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যু ঠেকিয়ে দেয়। -

[জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৬৪

বান্দা যখন পাপ করে, আল্লাহ তাআলা এতে অসন্তুষ্ট হন। সে অসন্তুষ্টি দূর করার একটি সহজ উপায়- দান। আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি যদি দূর হয়, তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, স্বাভাবিক কথা, তখন আমরা নিরাপদে থাকব যাবতীয় বিপদাপদ থেকে, আমাদের জীবন হবে শান্তিময়। অনাকাঙ্ক্ষিত কত বিপদে কত টাকা আমাদের হাত থেকে হারিয়ে যায়! বিপদ কখনো আসে চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীর বেশে। কখনো আসে রোগশোক মামলা-মোকদ্দমা জাতীয় কোনো সংকটের বেশে। বিপদ যেমনই হোক, তাতে টাকাপয়সা যায়-ই। কখনো টাকা হারিয়ে যায়, কখনো কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কখনো আবার আমরা নিজেরাই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে টাকা বিলাই।

অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে স্বেচ্ছায় টাকা খরচ করি। প্রশ্ন হল, এভাবে হাসপাতালে কোর্টকাচারিতে দেয়ার জন্যে কিংবা চোরডাকাতের পকেট ভারি করার জন্যে কি কেউ টাকা উপার্জন করে? এ প্রশ্নের এ উত্তর সর্বজনবিদিত- এ সবই অনাকাঙ্ক্ষিত। এগুলো আমরা চাই না। তবুও নানা সময় এসব ক্ষেত্রে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত সম্পদ চলে যায় কিংবা বিলিয়ে দিতে হয়। দান যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ দূর করে দিতে পারে, তবে আমরা এমন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারব- সন্দেহ নেই।

দান করলে আল্লাহ তাআলা ধন বাড়িয়ে দেন- এ

বাড়িয়ে দেয়ার এও এক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি কখনো পরিমাণের দিক থেকে হতে পারে। এটা খোলা চোখে দেখা যায়। কখনো বিষয়টি থাকে প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত। অনেক সময়

দানকারীও টের পায় না। কিন্তু এর ফল ঠিকই সে ভোগ করে। সম্পদ বৃদ্ধির প্রচ্ছন্ন দিকটি হচ্ছে- উপার্জিত সম্পদে বরকত লাভ। আল্লাহ যদি বরকত দেন, তবে অল্প আয়েও জীবন চলে যাবে পালতোলা নৌকার মতো তরতর করে। যেখানে হোঁচট খাওয়ার কোনো ভয় নেই, পা পিছলে যাওয়ারও নেই কোনো আশঙ্কা। ঘরভর্তি সম্পদ নয়, আমরা আমাদের উপার্জিত সম্পদে এ বরকতটাই চাই।

দানের আরেক পুরস্কার- আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ। ঘরে-বাইরে আপদে-বিপদে আল্লাহ তাআলার সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। সুখে-দুঃখে সদা-সর্বত্র তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

মুমিন-মুসলমান যাদের পরিচয়, তারা আল্লাহকে ছেড়ে আর কারও কাছে সাহায্য চাইতেই পারে না। তিনিই প্রথম আশ্রয়, তিনিই শেষ আশ্রয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, 'যখন তুমি কিছু চাইব, আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে।' -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬

কথা হল, যে মহান মালিকের সাহায্য চাইতে আমরা আদিষ্ট, সে সাহায্য যদি এমনিতেই পাওয়া যায়, তো আর কী চাই! আর মহাক্ষমতাধর আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করবেন, তার আর অক্ষম মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না- এটা বলাবাহুল্য। প্রয়োজনগ্রস্ত অসহায় কাউকে দান করলে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাআলাও সহযোগিতাকারীকে সাহায্য করেন। মানুষের দান তো কেবলই দুনিয়ায়। এর প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সহযোগিতা সে লাভ করবে, তা বিস্তৃত দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

বান্দা যতক্ষণ নিজ ভাইয়ের সহযোগিতা করে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সহযোগিতা করেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯]

হাদীসের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন- অন্যকে যে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আর দান তো সহযোগিতা-ই। এক মানুষের প্রয়োজনে আরেক মানুষের এগিয়ে আসা। তাই এ সহযোগিতা যে করবে, আল্লাহর বান্দাদের প্রয়োজন যে পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে সহযোগিতা করবেন। এ সহযোগিতা নানা ধরনের হতে পারে। বান্দা সহযোগিতা করে সীমিত সামর্থ্য দিয়ে, আল্লাহ সাহায্য করেন নিজ শান মোতাবেক অসীম সামর্থ্য দিয়ে। আল্লাহ কখনো বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে সাহায্য করেন, কখনো তার বিপদ দূর করে দিয়ে সাহায্য করেন, কখনো তাকে সম্মান দান করে সাহায্য করেন, অর্থসম্পদে বরকত দিয়ে সাহায্য করেন, দুনিয়ার লাঞ্ছনা সরিয়ে দিয়ে সাহায্য করেন। এসব তো আল্লাহ তাআলাই করেন।

তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এর কোনো একটি সম্পাদন করতে পারে? না, আর কেউ নেই। আমাদের বিশ্বাস এমনই।

কথা একটাই- দানে ধন বাড়ে। এ বৃদ্ধি সম্পদের পরিমাণের বিবেচনায়ও হতে পারে, প্রচ্ছন্ন বরকত লাভের মধ্য দিয়েও হতে পারে, বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার মধ্য দিয়েও হতে পারে। আর দুনিয়াতে মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে দান করে, এ দানের শীতল ছায়া সে লাভ করবে দুনিয়ার পাশাপাশি পরকালেও। এরপর আর ভয় কীসের! শয়তানের পক্ষ থেকে দরিদ্রতা আর অভাবের মিথ্যা আশঙ্কাকে পদদলিত করে মহান প্রতিপালকের আশ্বাসবাণী আমাদের বরণ করতেই হবে।

আল্লাহ যে কখনোই কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করেন না! তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর সমৃদ্ধি দানের ওয়াদাকে যারা বুকে ধারণ করতে পারবে, আস্থায় ও বিশ্বাসে, তাদের জন্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বেশ হৃদয়জুড়ানো। তিনি বলেছেন-

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ ا للَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

প্রতিদিনই দুজন ফেরেশতা নেমে আসেন। তাদের একজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে দান করে তাকে আপনি আরও দিন। অপরজন দুআ করেন- আল্লাহ! যে ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখে, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন। -[সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪২]

৯. রমজান মাসে দান-সদকার ফজিলত

রমজান হলো আত্মশুদ্ধির মাস, সংযম ও ইবাদতের মাস। এই মাসে ইবাদতের মাধ্যমে যেমন অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি দান-সদকার প্রতিদানও পাওয়া যায় বহুগুণে। ইসলামে দান-সদকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় একটি ইবাদত। আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বান্দা তার নিজ সম্পদ থেকে দান-সদকা করে থাকে। রমজানে দান-সদকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে এই মাসে অধিক পরিমাণে দান-সদকা করতেন এবং এই বিষয়ে সাহাবাদেরও উৎসাহিত করতেন।

এক দানে ৭০ গুণ সওয়াব পেতে হলে রমজানে বেশি বেশি দান করতে হবে। এই মাসে যে যত বেশি দান করবে সে তত সওয়াব পাবে। তাই এই মাসকে বলা হয় রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস। সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও দানশীলতার মাস রমজান। স্বাভাবিকভাবে যে কোন সময় যে কোন দিন দানের দানের অশেষ সওয়াব কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর ৭০ গুণ সওয়াবের মাস রমজানে এ দান হলে তো কথাই নেই। হাদিসে বলা হয়েছে, 'দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ। যা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে' (মিশকাতুল মাসাবীহ)।

রমজান মাসে রসূল সলস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম অন্যান্য মাসসমূহের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে দান-সদকা করতেন। আর এই দান-সদকার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, বাতাসের গতিবেগের চেয়েও তা দ্রম্নত গতিতে সম্পন্ন হতো। (সহীহুল বুখারী : কিতাবুস সাওম)।

অন্য হাদিসে এসেছে, রসূল সলস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম রমজান মাসে প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে দান করতেন। (ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ইমান)

হাদিসদ্বয়ে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, রমজান মাসে অধিক পরিমাণে দান-সদকা করা সুন্নাত। আর এতে অবশ্যই অনন্য ফজিলত রয়েছে। হাদিসের দর্পণে এসেছে, রমজান মাসে একটি নফল আমল ফরজের মর্যাদায় সিক্ত। এই সূত্র অনুসারে, রমজান মাসে আমাদের প্রতিটি দান-সদকাই 'ফরজ' হিসেবে আলস্নাহ তা'আলার নিকট গণ্য। দান-সদকার এমন ঈর্ষণীয় ফজিলত অন্যান্য মাসে কখনোই পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র রমজানেই এই 'অফার' সীমাবদ্ধ।

হাদীসে রমজানকে 'সমবেদনা ও সহানুভূতি' প্রকাশের মাস হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে এ পবিত্র মাসে সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর গরিব-দুঃখী, অসহায়-নিঃস্ব পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করার জন্যই। কেননা, সহানুভূতির মাস হিসেবে এই

নফল আমল আলস্নাহ তা'আলার দরবারে ফরজ হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ কোনটি?

রাসূল (সাঃ) বলেন, 'অন্যকে খাওয়ানো'। রমজানে আমরা প্রতিবেশীদের সাথে সানন্দে সাহারি-ইফতার 'শেয়ার' করতে পারি। এতে সওয়াব যেমন হবে তেমনি সকলের মাঝে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

ইফতার ও সেহরি করানোএকবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ কোনটি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অপরকে খাওয়ানো।' রমজানে আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সানন্দে সেহরি-ইফতার শেয়ার করতে পারি। এতে সওয়াব যেমন হবে, তেমনি সবার মাঝে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

আর অনেক গরিব-দুঃখী আছেন, যারা সেহরি ও ইফতারে সামান্য খাবারও জোগাড় করতে হিমশিম খান। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমজানে তাদের দুঃখটা খানিক বেড়ে যায়। এ ধরনের মানুষকে ইফতার ও সেহরি করানোর মাধ্যমে অজস্র সওয়াব লাভ করতে বলেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানি (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার (রোজাদারের) অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে; তবে রোজাদারের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হবে না।' (তিরমিজি)।

আলস্নাহকে তা'আলা যেন আমাদের দানের হাতকে শক্তিশালী করেন। আমীন।

১০.দান করার সময় আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই

মানুষ যখন দান করতে চায় তখন দুটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। যদি এই দুটি সমস্যা থেকে বেঁচে সে দান করতে পারে তাহলেই সে আয়াতের উপযুক্ত উপমা বলে বিবেচিত হবে।
প্রথম সমস্যাটি হলো, দানের সময় মনের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত প্রশংসা, খ্যাতি বা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য মনের মধ্যে জেগে ওঠে। বেশিরভাগ দানশীলগণ এই সমস্যায় পড়ে যান।
দ্বিতীয় সমস্যা হলো, দানের সময় মনের মধ্যে দোটানা ভাব চলতে থাকে, অর্থাৎ দান করবে কি করবে না, এমন একটা দ্বিধা মনের মধ্যে থাকে।
প্রথম সমস্যাটি দূর হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে দান করার দ্বারা। আর দ্বিতীয় সমস্যা দূর হয় মনের স্থিরতার দ্বারা। মনের স্থিরতা সৃষ্টি হয়, দানের ব্যাপারে মনকে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করার মাধ্যমে।

অর্থাৎ প্রসন্ন মনে দান করতে পারলে দ্বিতীয় সমস্যা থাকে না ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করতে পারলে প্রথম সমস্যাটি থাকে না। যে এভাবে দান করতে পারে তার উদাহরণ হলো এমন বাগিচা (আয়াতে বাগিচা বোঝাতে 'জান্নাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হলো, ঘন গাছ-পালাবিশিষ্ট উদ্যান) যা ঘন পত্র-পল্লববিশিষ্ট, ফাঁকা ফাঁকা নয়। সেই বাগিচার অবস্থান হলো টিলার ওপরে। জমিন থেকে খানিকটা পাহাড়ের মতো উঁচু স্থানকে টিলা বলা হয়। গিরিখাঁদ বা পথের পাশের বাগানের চেয়ে টিলার বাগান বেশি উন্নত হয়। কেননা গাছপালা যখন উঁচুতে হয় তখন

তাতে আলো-বাতাস লাগে। সকালে, দুপুরে কি সন্ধ্যায় সর্বদা গাছে সূর্যের রোদ পড়ে। ফলে এসব গাছের ফল হয় অনেক উন্নত এবং পরিমাণে বেশি। পক্ষান্তরে ছায়াদার জায়গায় যে বাগান থাকে তার ফল উন্নত বা অধিক পরিমাণে হয় না।

উঁচু জায়গার বাগানে একটাই ভয় থাকে যে, বাগানে বোধ হয় সঠিক পরিমাণে পানি দেয়া যাবে না। এই শঙ্কা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা

আয়াতে বর্ণিত বাগানটির ব্যাপারে বলেছেন যে,

أَصَابَهَا وَابِ

(যে বাগানটি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়েছে); 'ওয়াবিল' বলতেবোঝায় অতিমাত্রার ভারি বৃষ্টি। এই বৃষ্টির ফলে বাগানটিতে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরেছে ও বরকত

হয়েছে। ফলে অন্য বাগানের তুলনায় এই বাগানে দ্বিগুণ ফল ধরেছে বা বৃষ্টি ছাড়া যতটুকু ফল হতো, বৃষ্টির কারণে তার দ্বিগুণ হয়েছে।

এ উপমায় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত উঁচু স্তরের দানকারীদের কথা বলা হয়েছে।

فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ

(যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট) طَلّ মানে হলো লঘু মাত্রার বৃষ্টি। চারা ও জমির উৎকৃষ্টতার কারণে অল্প বৃষ্টিও যথেষ্ট হয়ে যায় কথাটি বলে মধ্যম পর্যায়ের দাতা ও নেককারদের কথা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তবে وَابِل তথা ভারি বৃষ্টির কথা বলে যাদের উপমা দেয়া হয়েছে তারা হলো উঁচুস্তরের দাতা। তারা দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে ।

নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা অন্যকে প্রাধান্য দেয়। আর লঘু বৃষ্টিওয়ালারা হলো স্বাভাবিক মাত্রার দানকারী।

উভয় শ্রেণির দাতাদেরকেই উপমা দেয়া হয়েছে টিলার ওপরের বাগানের সাথে। তাদের দানকে উপমা দেয়া হয়েছে ভারি বৃষ্টি ও লঘু বৃষ্টির সাথে। যেমনইভাবে উভয় ধরনের বৃষ্টির দ্বারাই ফসলের বৃদ্ধি ঘটে ও কয়েক গুণ বেড়ে যায়, তেমনইভাবে দান কম হোক বা বেশি হোক, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রসন্ন মনে হয়ে থাকে তাহলে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে বহুগুণে বেড়ে যায়।

১১. সাতটি কারণে সদাকা বড় হয়

কথিত আছে, সাতটি কারণে সদাকা বড়ো হয় এবং এর প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।
১) হালাল সম্পদ থেকে সদাকা করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
তোমরা স্বীয় উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।[সূরা বাকারা:২৬৭]

২) (যথাসাধ্য) অল্প সম্পদ থেকে সদাকা করা।
৩) ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সদাকা করা।
৪) কার্পণ্যের মিশ্রণ যেন না ঘটে, তাই পরিচ্ছন্নতার সাথে দান করা। অর্থাৎ নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে দান করা। নিকৃষ্ট সম্পদ থেকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন
:
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

'আর তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। [সূরা বাকারা : ২৬৭]
(وَلَسْتُمْ بِآخِذِيه)অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না। যদি অন্যের কাছে তোমাদের নিজেদের নিকৃষ্ট সম্পদ ঋণ হিসেবে থেকে থাকে, তবে একান্ত সহজতা অবলম্বন করা ছাড়া তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না।

৫) লৌকিকতার ভয়ে গোপনে সদাকা করা।
৬) প্রতিদান বিনষ্ট হওয়ার আশায় খোটা দেওয়া থেকে দূরে থাকা।
৭) গুনাহ হওয়ার আশঙ্কায় সদাকা গ্রহণকারীকে কষ্ট না দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,
(لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى)
তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না। [সূরা বাকারা :২৬৪]
আয়িশা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদিন তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে এক মহিলা আসলো। মহিলাটি আস্তিনের ভেতর হাতকে আড়াল করে রেখেছিল। এই অবস্থা দেখে

আয়িশা বললেন, 'কী হলো আপনি আস্তিন থেকে হাত বের করছেন না কেন?' মহিলাটি বলল, 'হে উম্মুল মুমিনিন আপনি আমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না।'
আয়িশা বললেন, 'অবশ্যই তোমাকে আমার কাছে এই বিষয়টি খুলে বলতে হবে।' অতঃপর মহিলাটি বলল, 'হে উম্মুল মুমিনিন, আমার দুজন বাবা ছিল। আমার বাবা সদাকা করতে পছন্দ করতেন; কিন্তু আমার মা অপছন্দ করতেন। আমি জীবনে কখনো তাকে এক টুকরো চর্বি আর এক খণ্ড তালিযুক্ত কাপড় ছাড়া আর কিছুই দান করতে দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে মৃত্যুবরণ করল। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত ঘটে গেছে। আমার মা পুরো সৃষ্টিকুলের সামনে দণ্ডায়মান। তালিযুক্ত কাপড়ের টুকরোটি দিয়ে আমার মায়ের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর চর্বির টুকরোটি তার হাতে ছিল। তিনি বারবার সেটিকে চাটছিলেন আর পিপাসা পিপাসা বলে চিৎকার করছিলেন।
বাবাকে দেখেছিলাম, হাওজে কাওসারের কিনারায়। তিনি সেখান থেকে পানি পান করছিলেন। দুনিয়াতে বাবার কাছে পানি পান করানোর চেয়ে প্রিয় কোনো সদাকা ছিল না। তারপর আমি এক পেয়ালা পানি নিয়ে আমার মাকে পান করালাম। সাথে সাথে ওপর থেকে আওয়াজ আসলো, "ওহে, যে তাকে পানি পান করিয়েছে, তার হাত অবশ হয়ে যাবে।" তারপর ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার হাত ঠিকই অবশ হয়ে গেছে। [তানবিহুল গাফিলিন :২১৫]

রাসুল-এর কথা ও কাজের মধ্যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।
সাহল বিন সাদ (রাঃ)থেকে বর্ণিত আছে, 'এক মহিলা নবিজি (সা:)এ-এর নিকট একখানা বুরদাহ নিয়ে এলেন, যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল।' সাহল (রাঃ) বললেন, 'তোমরা জানো, বুরদাহ কী?' তারা বলল, 'চাদর।' সাহল বললেন, 'হ্যাঁ। মহিলা বললেন, "চাদরটি আমি নিজ হাতে বয়ন করেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি।" নবিজি (সাঃ)তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর তিনি তা ইজার হিসেবে পরিধান করে আমাদের সম্মুখে আসলেন।
তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, “বাহ! কত সুন্দর! আমাকে এটি পরিধানের জন্য দান করুন।” সাহাবিগণ বললেন, "তুমি ভালো করনি। নবিজি তা তাঁর প্রয়োজনে পরিধান করেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে! অথচ তুমি তো জানো যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না।” ওই ব্যক্তি তখন বলল, "আল্লাহর কসম, আমি তা পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা দিয়ে আমার কাফন হয়। [সহিহুল বুখারী : ১২৭৭]

বস্ত্র দান, মানুষের সতর ঢাকার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন রাসুল। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, 'আমি রাসুল-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ أَوْ سِلْك

'যে কোনো মুসলিমকে কাপড় পরিধান করাবে, একটি সুতা ব্যক্তির পরনে থাকা পর্যন্ত দানকারী আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।
[সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৪]

যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে, সে তো মহা ছায়ায় এবং অশেষ কল্যাণের মাঝে রয়েছে। হৃদয় উন্মোচিত হওয়া, বিপদাপদ দূর হওয়া, অনবরত কল্যাণ লাভ এবং নিরবচ্ছিন্ন নিয়ামত লাভের জন্য সদাকা এবং নেক কাজের অনেক বড়ো প্রভাব রয়েছে।

কথিত আছে, হাসান (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে একবার দাস ব্যবসায়ী যাচ্ছিল একটি দাসী নিয়ে। হাসান (রাঃ)তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক বা দুই দিরহামে এটি বিক্রি করতে চাইবে তুমি?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে চিন্তা করো যে, আল্লাহ তাআলা সামান্য অর্থ দান এবং এক লোকমা খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে হুরে ইন পর্যন্ত দান করে দেন। [আল-ইহইয়া:১/২৬৮]

হ্যাঁ, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা সেই মহান দিবসের ভয় করেন, যেদিন হৃদয় ও দৃষ্টিগুলো উলটে যাবে। তাইতো আল্লাহ তাআলা তাঁর সেসব মুত্তাকি ও পুণ্যবান বান্দাদের গুণকীর্তন করে বলেন:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। [সূরা আল - ইনসান:৮]
তারা এই কাজগুলো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই করে। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদের এই বিশেষ সিফাতটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

তারা বলে, “কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।”[সূরা আল-ইনসান:৯]

আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা এবং উত্তম জিনিস দান করার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উত্তম বাসস্থানে স্থান দেবেন এবং সর্বোত্তম জায়গায় ঠাঁই দেবেন। তিনি ঘোষণা করেছেন

:

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

'অতঃপর আল্লাহ তাদের সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের দেবেন সজীবতা ও আনন্দ।

মদিনাবাসী আব্দুর রহমান বিন আওফ-এর ওপর নির্ভরশীল ছিল। এক-তৃতীয়াংশ লোককে তিনি ঋণ দিতেন। এক-তৃতীয়াংশ লোকের ঋণ পরিশোধ করতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ লোকের আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখায় সহযোগিতা করতেন।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান আসমা বিনতে খারিজাকে বললেন, 'আপনার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমি জানতে পেরেছি। আপনি আমাকে সেগুলো শুনান।' তিনি বললেন, 'আমার চেয়েও অন্যদের মাঝে সেগুলো আরও বেশি রয়েছে।' মারওয়ান বললেন, 'আপনি না বলা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।'

তিনি বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কারও সাথে উপবিষ্ট থাকলে কখনো তার সামনে পা বাড়াতাম না। আমি কখনো কোনো খাবার তৈরি করলে কয়েকজনকে দাওয়াত করি। তারা আমার ওপর নিজেদের চেয়েও বেশি নিরাপদ বোধ করে। আমার পা কখনো কারও চেহারার দিকে ফিরাইনি। কেউ
আমার কাছে কিছু চাইলে আরেকটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি।
(আল ইহইয়া:২৬৫)

১২. সদাকার আদব

সদাকার সর্বোন্নত আদব হলো, সদাকা গ্রহণকারীর সাথে কোমল আচরণ করা। তাকে উত্তম কথা ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে সম্মান করা। আলি বিন হাসান কাউকে সদাকা দেওয়ার সময় তাকে চুমু খেতেন, তারপর সদাকা প্রদান করতেন। [হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১৩৭]

শাম থেকে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমাকে সাফওয়ান বিন সুলাইমের কাছে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও। কারণ, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীসের বিনিময়ে?' লোকটি বলল, 'এক ব্যক্তিকে একটি জামা পরিধান করানোর বিনিময়ে।'

অনেকেই বলেছেন, 'আমি সাফওয়ান-কে জামার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন, 'এক শীতের রজনীতে আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। সামনেই এক বিবস্ত্র লোককে দেখলাম। তারপর আমি গায়ের জামাটি খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। '[সিফাতুস সফওয়াহ:১৫৪]

যদি প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর আমরা গৃহহীনও হয়ে যাই, তথাপি অনেক পোশাক আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাহলে কেন আমরা গরিব-দুঃখী, অভাবী ও মুখাপেক্ষী মানুষদের পোশাক দিতে বিলম্ব করছি? তা ছাড়া আমরা তো প্রতি বছর কাপড় কিনতে অলসতা করি না! আল্লাহর কসম, এই বিষয়ে আমরা আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা হয়। মাঝে মাঝে আল্লাহ তাআলা
আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন। তাই পর্যাপ্ত বস্ত্র পাই না আমরা কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে অধিকাংশ মানুষের অপচয় সীমালঙ্ঘন করছে।

সালিম বিন আবুল জাদ (রাঃ) বলেন, 'এক মহিলা ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে বের হয়েছিল। হঠাৎ নেকড়ে এসে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সাথে সাথে মহিলা নেকড়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটে চলল। তার সাথে একটি শুকনো রুটিও ছিল। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুক তার কাছে রুটি চেয়ে বসলে তিনি রুটিটি দান করে দেন। কিছুক্ষণ পর নেকড়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে তাকে ফিরিয়ে দিল। তখন কেউ যেন আওয়াজ দিয়ে বলল, "এটি হচ্ছে একটি লোকমার বিনিময়ে আরেকটি লোকমা। [তানবিহুল গাফিলিন: ৫২১]

আলি বিন হাসান (রাঃ) রাতের আঁধারে পিঠে রুটি বহন করে অভাবী, অসহায় ও মিসকিনদের কাছে ছুটে যেতেন এবং বলতেন, 'রাতের সদাকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। [আস-সিয়ার : ৪/৩৯৩]

উম্মাহর আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত, নফল সদাকা প্রকাশ্যে প্রদান করার চেয়ে গোপনে প্রদান করা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, এতে লৌকিকতার সুযোগ থাকে না এবং ইখলাসের সাথে আদায় হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া সাধারণত সদাকা প্রদানের পর অন্তরে যেসব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এর ফলে অন্তর সেসব থেকে মুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি ফকিরেরও বিশেষ একটি ফায়দা হয়। তা হলো, গোপনে দান করার ফলে তার কাছে অপমানিত ও হীন বোধ হয় না। যদিও প্রকাশ্যে দান করার অন্যতম একটি পজেটিভ দিক হলো, তোমার দান দেখে অন্যরাও দান-খয়রাত করতে আগ্রহী হবে। যা অনেকাংশে এই পদ্ধতির চেয়েও উত্তম। [আল-ইহকাম লি শারহি উসুলিল আহকাম লি ইবনি কাসিম : ২/২০৩]

একনিষ্ঠভাবে নেক আমলগুলো আল্লাহর জন্য করাই হচ্ছে দ্বীনের বাস্তবতা ও নবি-রাসুলদের দাওয়াহর চাবিকাঠি। এ জন্য রাসুল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন:

مَنْ صَلَّى يُرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করল, সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোজা রাখল, সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করল, সে শিরক করল ।
[মুসনাদু আহমাদ:১৭১৪০]

মুখলিস হলো সে, যে এমনভাবে নিজের নেক কাজগুলোকে গোপন রাখে, যেভাবে নিজের খারাপ কাজগুলোকে গোপন রাখে।

ইবরাহিম বিন বাশশার (রাঃ) বলেন, 'আমি একবার ইবরাহিম বিন আদামের সাথে তারাবিলস নামক এক শহর অতিক্রম করছিলাম। আমার সাথে ছিল দুটো শুকনো রুটি। এই রুটিদুটো ছাড়া আসলে আমাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুক এসে আমাকে বলল, "তোমার কাছে যা আছে,

আমাকে দিয়ে দাও।" তার কথা শুনে আমি থমকে দাঁড়ালাম।

সে বলল, "কী হলো? দাও আমাকে।" তারপর রুটিদুটো তাকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু তার আচরণে খুবই বিস্মিত হলাম। সে বলে উঠল, "হে আবু ইসহাক, আগামীকাল তুমি এমন কিছুর মুখোমুখি হবে, যা আগে কখনো হওনি। মনে রেখো, তুমি যা রেখে এসেছ, তার সম্মুখীন হবে না; কিন্তু যা অগ্রে পাঠিয়েছ, তার সম্মুখীন হবে। অতএব, নিজের পথ সুগম করো। কেননা, তুমি জানো না কখন রবের নির্দেশ এসে পৌছে যাবে।" তিনি বলেন, "তার কথা শুনে আমি খুব কান্না করলাম। দুনিয়া খুবই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। তারপর যখন লোকটি আমাকে কাঁদতে দেখল, তখন বলল, "এমনটাই হয়ে যাও। [আজ-জুহদ লিল বাইহাকি ২৫১, সিফাতুস সফওয়াহ: ৪/১৫৩]0

আমাদের চিন্তা-চেতনাজুড়ে খাবার আর খাবার। কী পরিমাণ বিলাসিতা আমরা খাবারকে ঘিরে করে থাকি! প্রতিদিন উদরভর্তি করে তিনবেলা খাবার খাই। অসংখ্য প্রকারের আইটেম আর বাহারি স্বাদের খাবারে ভর্তি থাকে আমাদের প্লেট। তিনবেলা খাবারের মাঝে আমরা এমনি বসে থাকি না। এর মাঝেও আমরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো খানাপিনা করি। দিনভর কিছু না কিছু চিবাতেই থাকি।

১৩.অমুসলিমদের কি দান করা যাবে ?

দান- স্রষ্টার দয়া ও রহমতপ্রাপ্তি এবং বালামুসিবত দূরের চমৎকার একটি মাধ্যম। স্রষ্টার অত্যন্ত প্রিয় একটি সৎকর্ম হলো আর্তের দুর্দশা লাঘবে মমতাপূর্ণ দান।

আমরা দাতার জাতি, অন্যের কষ্ট লাঘবে আমরা অবলীলায় বিলিয়ে দিতে পারি নিজেদের সাধ্যমতো সবকিছু। কিন্তু একটি বিভ্রান্তি অনেককেই আচ্ছন্ন করে রাখে- অমুসলিমদের বুঝি দান করা যাবে না!

আসলে দানের ব্যাপারে গ্রহীতার ধর্মবিচার করতে বলে নি ইসলাম

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে দান করতে বলা হয়েছে দুঃস্থ-অভাবী-দরিদ্র মানুষকে; মুসলিম দরিদ্র বা অভাবীকেই দিতে হবে এমনটা বলা হয় নি। বলা হয় নি দানের সময় ধর্মের বাছবিচার করতে।

নবীজীর (স) জীবনীর দিকে তাকালে আমরা দেখব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভাবীর দুর্দশা লাঘবে তিনি দান করেছেন। ইসলাম যদি ধর্মের বাছবিচারের কথা বলত তাহলে তার উল্লেখ আমরা নবীজীর হাদীস তথা তার জীবন দৃষ্টান্তেই পেতাম।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত একটি হাদীস- ''সকল সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার।'' (আবু ইয়ালা, বায়হাকি)

অর্থাৎ, মুসলমান হিন্দু খ্রিষ্টান বৌদ্ধ সকলেই আল্লাহর পরিবার। এই পরিবারের লালনকারীকেই আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাই যেকোনো ধর্মের মানুষকেই আপনি দান করতে পারেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস হলো- "যাদের দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়, আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।"

এখানে সাধারণভাবে মানুষের উপকার করতে বলা হয়েছে; এই 'মানুষ' কোন ধর্মের তা উল্লেখ করা হয় নি।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস হলো, “আল্লাহ একজন পতিতার সারাজীবনের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন—একটি মৃতপ্রায় তৃষিত কুকুরকে কুয়ো থেকে পানি তুলে পান করানোর জন্যে।“

আপনিই ভেবে দেখুন, যেখানে একজন পতিতার সারাজীবনের গুনাহ মাফ হতে পারে সামান্য একটি তৃষিত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্যে, সেখানে স্রেফ ধর্মের পার্থক্যের জন্যে একজন দুস্থ মানুষকে দান করা থেকে বিরত থাকাটা কী ইসলামের শিক্ষা হতে পারে?
ইসলামের প্রথম দিকে আরবের মুসলমানরা অমুসলিমদের দান করতে অনাগ্রহ দেখাত। তারা মনে করত, অমুসলিমদের দান করলে সেই দানের জন্য হয়তো তারা সওয়াব পাবে না। তখন আল্লাহতায়ালা একটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। অমুসলিম যুদ্ধবন্দি অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে বন্দি হওয়া অভুক্ত শত্রুদের আহার করানোর প্রশংসা করা হয়েছে আয়াতটিতে।

সাহাবিদের উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন, ''তাদের প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন তা থেকেই তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিকে খাবার দান করে। (মনে মনে বলে) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাই না, এমনকি কৃতজ্ঞতাও নয়।'' (সূরা দাহর, আয়াত, ৮-৯)।

আবু হযরত আবু দারদা (রা) বর্ণীত যে, নবীজী (স) বলেছেন, নিঃস্ব, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো। তোমরা তাদের ওসিলায় (প্রতিপক্ষের মোকাবেলায়) সাহায্য এবং রিজিকপ্রাপ্ত হও। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

সেই নিঃস্ব, বঞ্চিত ও অবহেলিত যেকোন ধর্মের হতে পারে।

অর্থাৎ, আপনার প্রতিবেশী কোনো অমুসলিম পরিবার যদি অনাহারে থাকে, কোনো অমুসলিম সহকর্মী যদি বিপদে পড়ে, পথে-ঘাটে অমুসলিম কারো যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তাদের দান করতে, সাহায্য করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস ''প্রতিবেশীকে উপহার হিসেবে যে-কোনো কিছু দেয়া সৎকর্ম বা সাদাকা'' (বোখারী, মুসলিম)

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ইসলামের যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাদেরকে দানের পূর্ণ প্রতিদানই আপনি পাবেন।

১৪. উপসংহার

ছাদাক্বা ধনী-গরীবের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যম। এতে সমাজে সম্পদের প্রবাহ সচল থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে ছাদাক্বার সঞ্চয় চূড়ান্ত মুক্তির জন্য বড় ভূমিকা পালন করবে। সেকারণে সকলের ছাদাক্বার হাত দীর্ঘ হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!